দৈনিক বাংলা

029

তারিখ ... 26-1-85 ...
পৃষ্ঠা ... 1 ... কলাম ... 1 ...

প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক লেঃ জেনারেল এইচ এম এরশাদ বুধবার বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির (মান্নান) মহাসম্মেলনে ভাষণ দেন —দৈনিক বাংলা

জুলাই থেকে শিক্ষকদের বেতন বাড়ানো হবে

বাস্তবধর্মী শিক্ষা চালুর সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নেয়া হয়েছেঃ এরশাদ

(স্টাফ রিপোর্টার)

প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক লেঃ জেনারেল এইচ এম এরশাদ বলেছেন, দেশের আগামীদিনের শিক্ষা হবে জ্ঞান, ধর্ম, কৃষ্টি ও প্রযুক্তির একটি সমন্বয়। এর মূল লক্ষ্য হবে শিক্ষাকে তাৎপর্যপূর্ণ ও বাস্তবধর্মী করে তোলা। এ জন্যে বর্তমান সরকার সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

প্রেসিডেন্ট বুধবার আলীয়া মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে আয়োজিত বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির (মান্নান) জাতীয় শিক্ষক মহাসম্মেলনের উদ্বোধন করছিলেন।

প্রেসিডেন্ট বলেন যে জাতির প্রয়োজনে শিক্ষার পুনর্গঠন ও উন্নয়ন প্রয়াসে এরই মধ্যে নতুন শিক্ষাব্যবস্থার রূপরেখা প্রণীত ও প্রকাশিত হয়েছে সংগৃহীত জনমতের ভিত্তিতে। সর্বস্তরের শিক্ষক প্রতিনিধি সমবায়ে গঠিত নিরপেক্ষ একটি কমিটি প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণের কাজ করে চলেছেন। মার্চ মাসে অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় শিক্ষা সম্মেলনে কমিটি এ সম্পর্কে রিপোর্ট পেশ করবে এবং সুষ্ঠু পরীক্ষা-নীরিক্ষা ও বিবেচনার পর খসড়া শিক্ষানীতি ঘোষণা করা হবে।

মন্ত্রিপরিষদ ও কূটনৈতিক মিশনের সদস্যবর্গসহ বিপুল সংখ্যক শিক্ষক প্রতিনিধি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। প্রায় ৯৫ হাজার শিক্ষক প্রতিনিধি এতে যোগদান করেন বলে উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে জানান হয়। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তৃতা করেন শিক্ষামন্ত্রী ডঃ এ মজিদ খান, শিক্ষক সমিতির সভাপতি জনাব আবদুল মান্নান সাধারণ সম্পাদক জনাব আবদুল খালেক প্রমুখ।

প্রেসিডেন্ট তাঁর ভাষণে বলেন, শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে নৈতিক জীবনের মনোন্নয়ন, জ্ঞান

(শেষ পৃঃ ৬-এর কঃ দ্রঃ)

দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 26-1-85 ...
পৃষ্ঠা ... 1 ... কলাম ... 1 ...

বাস্তবধর্মী শিক্ষা

(১ম পৃঃ পর)

আহরণ প্রযুক্তি সমন্বয় সম্বন্ধে জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন এবং সর্বোপরি নিজস্ব কৃষ্টি সংরক্ষণ ও পরিবর্তনকেই সরকার অধিক গুরুত্ব প্রদান করেছেন।

তিনি আরো বলেন, শিক্ষা জনগণের একটি মৌলিক অধিকার। বর্তমানে স্থগিত সংবিধানে এ অধিকার স্বীকৃত। এ অধিকার সংরক্ষণ আমাদের সাংবিধানিক কর্তব্যের অন্যতম। দুঃখ প্রকাশ করে তিনি বলেন স্বাধীনতা উত্তর কালে দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানেও সে কর্তব্য ও দায়িত্বের প্রতি যথোচিত নিষ্ঠা ও সচেতনতা প্রদর্শনে আমরা ব্যর্থ হয়েছি। অতীতে শিক্ষাকে জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দেবার এবং প্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষায় তরুণদের কুশলী ও পেশামুখী করে তোলার কথা বলা হয়েছে। সেসব কথা জনমনে তেমন উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে পারেনি। আন্তরিকতা ও কর্মোদ্যোগের অভাবে তা আমাদের জীবনে বৃহত্তর কল্যাণ বয়ে আনতে পারেনি। অর্থহীন বাগচারিতায় কালক্ষেপন ও বিভ্রান্তি দুই-ই ঘটেছে।

প্রেসিডেন্ট আরো বলেন দায়িত্ব দু বছর পূর্তির প্রান্তে দাঁড়িয়ে আমরা আজ দৃঢ়তার সঙ্গে একথা বলতে পারি যে শিক্ষার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট ও কার্যকর পদক্ষেপ বর্তমান সরকার গ্রহণ করেছেন।

তিনি বলেন, শিক্ষা ক্ষেত্রে নতুন সুযোগ সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার মান বৃদ্ধির প্রতিও মনোযোগী হয়েছি আমরা। এ উদ্দেশ্যে সরকার দেশের সকল মাধ্যমিক ব্যবস্থাপনা ও সুযোগ-সুবিধাদি বিষয়ে জরিপের কাজ সম্পন্ন করেছেন। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে দু হাজার বেসরকারী বিদ্যালয়ে বিজ্ঞানাগার স্থাপন এবং আসবাবপত্র সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছে। গত বছর ১৩০টি মাদ্রাসা সহ সর্বমোট এক হাজার ৩৩০টি বেসরকারী বিদ্যালয়ে বৈজ্ঞানিক সাজসরঞ্জাম বিতরণ করা হয়েছে। বর্তমান বছরেও তিন হাজার ছয় শ বেসরকারী বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান সামগ্রী বিতরণ করা হবে। এভাবে পর্যায়ক্রমে দেশের সং শিক্ষার উন্নতির জন্য সমপরিমাণ বিজ্ঞান সামগ্রী দেয়া হবে।

তিনি বলেন, সরকার শিক্ষার মূল বুনিয়াদকে সত্যিকার অর্থেই মজবুত করে গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর। এ উদ্দেশ্যে প্রাথমিক শিক্ষা সর্বাধিক গুরুত্ব লাভ করেছে। শিক্ষা হবে সার্বজনীন এবং সর্বজনীনতার প্রয়োজনেই সুলভ ও প্রয়োজনানুগ। সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প দ্রুত বাস্তবায়নের পথে রয়েছে। দেশব্যাপী সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের বিষয়টিকে একটি জাতীয় আন্দোলন হিসেবে গড়ে তুলতে গিয়ে আমরা স্কুল গৃহ স্থাপন এবং সে সঙ্গে শিক্ষা উপকরণ, পাঠ্য পুস্তক, স্কুল পোশাক ইত্যাদি সরবরাহের ব্যবস্থা করেছি। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাকে জাতীয় প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করার সমাজ শিক্ষা কেন্দ্র ও সমাজ ভিত্তিক স্কুল এ দুটি কল্যাণমুখী প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। সমাজ শিক্ষা কেন্দ্র হিসাবে প্রাথমিক স্কুলগুলি মাজ উন্নয়নের কেন্দ্র বিন্দু এবং সমাজভিত্তিক মাধ্যমিক স্কুলগুলি আধুনিকতম জ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণের কেন্দ্র বিন্দু হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হচ্ছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সঙ্গে পার্শ্ববর্তী এলাকার যুব সমাজের জন্য অর্থকরী জ্ঞান ও প্রযুক্তিমূলক শিক্ষা সম্প্রসারণের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এতে থাকছে ৫টি কারিগরি বিষয়ক দক্ষতা শিক্ষা দানের পর্যায়ক্রমিক পাঠ। এর ফলে গ্রামীণ নিরক্ষর যুব সমাজ এবং অকালে স্কুল ছেড়ে যাওয়া তরুণেরা নিয়োগ সুবিধা লাভ করবে। দেশে প্রযুক্তি জ্ঞানে সমৃদ্ধ একটি শিক্ষিত তরুণ সমাজ গড়ে তোলার ব্যাপারে বর্তমান সরকারের আগ্রহের কথা তিনি ব্যক্ত করেন।

সরকারের শিক্ষানীতি ও শিক্ষা প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নে শিক্ষকদের অপরিসীম অবদানের কথা উল্লেখ করে প্রেসিডেন্ট দুঃখের সঙ্গে বলেন যে অতীতে শিক্ষক সমাজই তুলনামূলকভাবে আর্থিক দুর্দশার শিকার হয়েছেন বেশি। এর ফলে অস্তিত্বের সংগ্রামে লিপ্ত এ শিক্ষাব্রতী মানুষের মধ্যে হতাশা ও কর্ম বিরাগ দেখা দিয়েছে। সমাজ জীবনে মূল্যবোধের দ্রুত অবক্ষয় তাদেরকেও আক্রান্ত করেছে।

তিনি বলেন, বর্তমান সরকার এ অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সজাগ রয়েছেন। ক্ষমতা গ্রহণের প্রথম দিন থেকেই সরকার শিক্ষকদেরকে সমাজে উচ্চ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠার সংকল্প ঘোষণা করেন। এ উদ্দেশ্য সামনে রেখেই শিক্ষকদের বেতনের ৫০ শতাংশ এবং পুরো বেতনের ৩০ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা হিসেবে প্রদান করছেন। অধিকন্তু বর্তমান মাস থেকেই সরকারী কর্মচারীদের অনুরূপ বেসরকারী স্কুলের প্রত্যেক শিক্ষককে মাসিক ৬০ টাকা হারে চিকিৎসা ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা হয়েছে। আগামী জুলাই মাস থেকে বেতন বৃদ্ধি করা হবে বলে তিনি ঘোষণা করেন।

তিনি আরো বলেন যে বেতন ও অন্যান্য আর্থিক সুবিধা গ্রহণে শিক্ষকদের অযথা হয়রানি বন্ধের জন্যে ব্যাংকের মাধ্যমে বেতন-ভাতা ইত্যাদি দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ ব্যবস্থাকে কম্পিউটারের মাধ্যমে সহজতর করে প্রতি মাসেই শিক্ষকগণ যাতে বেতন-ভাতা পেতে পারেন সে উদ্যোগও নেয়া হয়েছে।

তিনি আরো বলেন যে বেসরকারী স্কুলের শিক্ষকদের বর্তমান সুযোগ-সুবিধাদি কোন ক্রমেই যথেষ্ট নয় বলে তিনি মনে করেন। করেছে। [redacted] সরকারের সীমিত তহবিল থেকে যতটুকু সম্ভব ততটুকু সরকার করছেন। ভবিষ্যতে শিক্ষকদের আর্থিক সুবিধা বৃদ্ধি পাবে বলে তিনি আশ্বাস দেন।

এ প্রসঙ্গে তিনি তরুণ সমাজকে সৃজনক্ষম, উৎপাদনশীল স্বদেশ বান জনসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলার দায়িত্ব গ্রহণ করতে শিক্ষকদের প্রতি আহ্বান জানান। শিক্ষা জাতীয়করণ সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট বলেন যে শিক্ষা জাতীয়করণ অর্থ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত কর্মচারীদের সরকারীকরণ নয়। শিক্ষা জাতীয়করণের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করে শিক্ষার সার্বিক উন্নতি বিধান। কেবলমাত্র কর্মচারী সরকারীকরণ করে ঈপ্সিত ফল লাভ হতে পারে না। এ নীতির প্রেক্ষিতে ভবিষ্যতে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির আর্থিক প্রয়োজন মেটাবার চেষ্টা করা হবে। শিক্ষকদের উপযুক্ত বেতন-ভাতা প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে পেশাগত মান বৃদ্ধির প্রচেষ্টাও অব্যাহত থাকবে।

শিক্ষক সমাজ জাতির বৃহত্তর স্বার্থে তাঁদের গুরুদায়িত্ব পালনে কোন ত্যাগকেই বড় করে দেখবেন না বলে প্রেসিডেন্ট আশা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, অতীত ব্যবস্থার পুনর্গঠন ও নবায়নের মাধ্যমে যুগোপযোগী নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের এ ক্রান্তিলগ্নে শিক্ষকদের কর্মোদ্যোগ ও নেতৃত্বই হবে সবচেয়ে আকাঙ্ক্ষিত। প্রেসিডেন্ট আরো বলেন, আমরা ফাঁকা স্লোগানে বিশ্বাসী নই, বিশ্বাসী মানুষের শক্তি এবং সে শক্তিকে কাজে লাগানোর প্রক্রিয়ায়। আগামী ২৮শে জানুয়ারী অনুষ্ঠিতব্য শিক্ষক ফেডারেশনে মহাসম্মেলনে শিক্ষকদের সুবিধা সম্পর্কে কিছু ঘোষণা দেবেন বলে তিনি আশ্বাস দেন।

তিনি বলেন, আপনাদেরকে সর্বোচ্চ স্থানে বসাতে চাই, মর্যাদা দিতে চাই।